জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল, আজও সেই চক্রান্ত চলছে: রিজভী



সংগৃহীত ছবি

সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শকুরিরা(শক্তিগুলো) বাংলাদেশের মানচিত্রকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাকশালের অন্ধকার থেকে দেশকে মুক্ত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এত অল্প সময়ে তিনি জনগণকে নিরাপত্তা, স্বস্তি ও বাঁচার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন—যা ষড়যন্ত্রকারীরা সহ্য করতে পারেনি।

রিজভী বলেন, দেশকে আবারও ষড়যন্ত্রের অন্ধগলিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ বছর ধরে ৭৫–এর পতিত ফ্যাসিবাদ নতুন রূপে ক্ষমতাসীন রয়েছে। চলছে দুঃশাসন, গুপ্ত হত্যা, বিরোধী রাজনীতিকে ধ্বংসের চেষ্টা, সংবাদপত্রকে পদদলিত করা এবং ভিন্নমত দমনের রাজনীতি।

তিনি দাবি করেন, ছাত্র–জনতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আন্দোলনকে সুসংগঠিত করেছেন। তবে গণতন্ত্র এখনও পুনরুদ্ধার হয়নি, এজন্য সামনে আরও কঠিন পথ অতিক্রম করতে হতে পারে।

রিজভীর ভাষায়, “আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য হয়তো আমাদের বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করতে হবে। সেই লক্ষ্যে দলের সকল স্তরের নেতাকর্মী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রস্তুত রয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এখনও নিশ্চিত হয়নি। নানা ধরনের চক্রান্ত ও মাস্টার প্ল্যানের খবর আমরা পাচ্ছি।”

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, আব্দুস সালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জিকে গউসসহ দলের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।